প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১২ – অনুগ্রহকরে পাঠ করুন প্রেরিত ১৬:১-৩৪।

সম্পাদকের সারসংক্ষেপ: এই আয়াতগুলিতে আমরা পড়ি ম্যাজিস্ট্রেটরা পৌল এবং সীলের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করেছিল, তাদের মারধর করেছিল এবং বন্দী করেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে এই দুই ব্যক্তি মধ্যরাতে প্রার্থনা করছিলেন এবং গজল গাইছিলেন এবং অন্যান্য বন্দীরা শুনছিলেন। একটি অবিশ্বাস্য ভূমিকম্পে জায়গাটিকে এমন পরিমাণে কেঁপে উঠল যে শিকলগুলি আলগা হয়ে গেল এবং দরজা খুলে গেল। কারারক্ষীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে যদি কোনো বন্দী পালিয়ে যায় এবং এভাবে আত্মহত্যা করতে থাকে। পৌল সেখানে হস্তক্ষেপ করেন। ভয়ে কাঁপতে থাকা রক্ষক তার পরিবারসহ তার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করেছিলেন। আল্লাহর সাথে প্রতিটি ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার বিবরণ কত মহান।

পাঠ নং ১০ পর্যালোচনা করুন

১। প্রশ্ন: কি একজন মানুষকে "পাথর মেরে, হত্যা করা" (প্রেরিত ১৪:১৯-২০) তাকে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য করবে যেখানে লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করেছিল?

২। উত্তর: পৌলের চিরন্তন বিশ্বদৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি যা সেই ভিত্তি যার উপর আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত তৈরি করি।

৩। থিম: কখনও কখনও শেষ থেকে শুরু করা এবং শুরুতে ফিরে কাজ করা ভাল হয় যাতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কেন তার কাজগুলি করেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পৌল তার পার্থিব দৌড়ে শেষ করার কারণ ছিল যে তিনি প্রভুর কাজে এবং মানবজাতির প্রতি ঈসার ভালবাসার ঘোষণায় "তার সমগ্র জীবন দিতে" সক্ষম হয়েছিলেন।

এটি পৌলের জীবনের শেষ ছিল:

- ২ তীমথিয় ৪:৮ তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। রোজ হাশরে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। তবে যে তিনি কেবল আমাকেই দান করবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন।

এই নীতিটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ভেবেছিলাম এই পাঠ নং ১২টিকে পাঠ নং ১০-এ সংযুক্ত রাখা মূল্যবান হবে কারণ এটি একইভাবে পৌলের পবিত্র জীবনকে গভীরতা এবং সমৃদ্ধি যোগ করে।

পাঠ নং ১২ এর নীতি: একটি একক অনন্ত জীবনের মূল্য অপরিমেয় এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদের বাইরে ব্যক্তি এবং আল্লাহ উভয়ের কাছেই।

প্রশ্ন: আপনি কি আপনার জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেন? আমরা কি সত্যিই বুঝতে পারি যে তার সৃষ্টিকর্তা এবং মানবজাতির কাছে একটি একক পবিত্র জীবন কতটা মূল্যবান? তার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছে ব্যক্তির মূল্য কী? একটি একক জীবন একজন মানুষের প্রজন্ম এবং সমগ্র মহাবিশ্বের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে সূর্যের বিশালতা এবং শক্তির দিকে তাকানোর বা পরিষ্কার রাতে দৃশ্যমান আকাশের অসীম সংখ্যক নক্ষত্রের দিকে তাকানোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই কাজটি নিঃসন্দেহে নম্র, অনুতপ্ত হৃদয়কে একটি বিস্ময়করের চেয়েও বিস্ময় এবং এবাদতের অবস্থায় নিয়ে যাবে যখন আমরা আমাদের দুর্বল, সীমিত মানব মনের মধ্যে "অসীম" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি। একজন মানুষের জীবনের অসীম মূল্য রয়েছে।

ঈসা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, একটি বিপরীত তুলনা ব্যাখ্যা ব্যবহার করে জীবনের মূল্য ব্যাখ্যা করেছেন।

- মার্ক ৮:৩৬-৩৭ যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কোন লাভ নেই, কারণ সত্যিকারের জীবন ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মত কি আছে?

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

ঈসা, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি প্রজন্মের সমস্ত লোকের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে একটি চিরন্তন আত্মার সত্য মূল্য সমস্ত পৃথিবীর অমূল্য সম্পদকে ছাড়িয়ে গেছে! এই সত্যটি বোঝা আমাদের একক একাকী জীবনের মূল্যের মূল্য নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

সত্য: আমরা কি নিম্নলিখিত বুঝতে পারি? যদি একক মানুষ, ঈসা মসীহ, আমাদের গুনাহের জন্য মরতে পৃথিবীতে না আসেন, তাহলে সমস্ত মানবতার চিরন্তন ভাগ্য কী হবে? উত্তর: জাহান্নাম, চিরকাল!

[শাস্ত্রে পুনরাবৃত্ত যেকোনো শব্দ বা ধারণা আমাদের পরম স্থির, অটুট বিশ্বাস এবং অঙ্গীকার দাবি করে।]

- মার্ক ৯:৪৩-৪৮ তোমার হাত যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও। দুই হাত নিয়ে জাহান্নামে যাবার চেয়ে বরং নুলা হয়ে জীবনে ঢোকা তোমার পক্ষে ভাল। সেই জাহান্নামের আগুন কখনও নেভে না। যদি তোমার পা তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও। দুই পা নিয়ে জাহান্নামে পড়বার চেয়ে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে ঢোকা তোমার পক্ষে ভাল। তোমার চোখ যদি তোমাকে গুনাহের পথে টানে তবে তা তুলে ফেল। দুই চোখ নিয়ে জাহান্নামে পড়বার চেয়ে বরং কানা হয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢোকা তোমার পক্ষে ভাল। সেই জাহান্নামে মরা মানুষের গোশ্‌ত খাওয়া পোকারা কখনও মরে না, আর সেখানকার আগুন কখনও নেভে না।
- মথি ১৩:৪০-৪৩ মথি শ্যামাঘাস জড়ো করে যেমন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যুগের শেষের সময়ও ঠিক তেমনি হবে। ইব্‌নে-আদম তাঁর ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেবেন। যারা অন্যদের গুনাহ্‌ করায় এবং যারা নিজেরা গুনাহ্‌ করে তাদের সবাইকে সেই ফেরেশতারা ইব্‌নে-আদমের রাজ্যের মধ্য থেকে একসংগে জমায়েত করবেন ও জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। সেই সময়ে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা তাদের বেহেশতী পিতার রাজ্যে সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।
- মথি ২২:১২-১৪ একজন লোক বিয়ের কাপড় না পরেই সেখানে এসেছে। বাদশাহ্‌ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু, বিয়ের কাপড় ছাড়া কেমন করে এখানে ঢুকলে?' সে এর কোন জবাব দিতে পারল না। তখন বাদশাহ্‌ চাকরদের বললেন, 'এর হাত-পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেই জায়গায় লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।' " গল্পের শেষে ঈসা বললেন, "এইজন্য বলি, অনেক লোককে ডাকা হয়েছে কিন্তু অল্প লোককে বেছে নেওয়া হয়েছে।"
- মথি ২৪:৫১ তখন তিনি তাকে কেটে দু'টুকরা করে ভণ্ডদের মধ্যে তার স্থান ঠিক করবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।
- প্রকাশিত কালাম ২০:১৪-১৫ পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু। যাদের নাম সেই জীবন্তকিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।
- প্রকাশিত কালাম ২১:৭-৮ যে জয়ী হবে সে এই সবের অধিকারী হবে। আমি তার আল্লাহ্‌ হব এবং সে আমার পুত্র হবে। কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা। এটাই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।"

এই অনুচ্ছেদগুলি অত্যধিক গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় কি? তাদের সঠিক মনের কেউ তাদের চিরন্তন ভাগ্যের জন্য এই শেষটি বেছে নেবে না!

কিন্তু, দুঃখজনকভাবে, বিলিয়ন বিলিয়ন আখেরি রুহ এই চিরন্তন মর্মান্তিক পরিণতির মুখোমুখি হয় যা ঈসা তাঁর বারবার বারবার সতর্কবার্তায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

কেন এমন হল? কেউ আল্লাহর খোঁজ করে না। সমস্ত মানুষ আদম থেকে আসা গুনাহ দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে এবং তারপরে আমরা অকল্পনীয়, অনতিক্রম্য গুনাহের স্তুপের উপরে আমাদের নিজের গুনাহ যুক্ত করি।

কারণ কেউ আল্লাহর খোঁজ করে না, তাই তাদের সত্য বলতে হবে।

- রোমীয় ৩:১০-১২, ১৭-১৮ পাক-কিতাবে লেখা আছে: ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই; কেউ সত্যিকারের জ্ঞান নিয়ে চলে না, কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কাজ করে না। সবাই ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, সবাই একসংগে খারাপ হয়ে গেছে। ভাল কাজ করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই। [আয়াত ১৭-১৮] শান্তির পথ তারা জানে না, তারা আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে না।

কি করা যেতে পারে?

- রোমীয় ১০:১৪-১৫ কিন্তু যাঁর উপর তারা ঈমান আনে নি তাঁকে কেমন করে ডাকবে? যাঁর বিষয় তারা শোনে নি তাঁর উপর কেমন করে ঈমান আনবে? তবলিগকারী না থাকলে তারা কেমন করেই বা শুনবে? তা ছাড়া কেউ না পাঠালে কেমন করে তবলিগকারীরা তবলিগ করবে? পাক-কিতাবে লেখা আছে, "ধন্য তাদের পা যারা উপকারের সুসংবাদ তবলিগ করতে আসে।"

পৌল প্রচারক পাঠাতে এবং ঈসা মসিহের ঘোষণা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমরাও কি যাব এবং পৌলের মতো হব, ঈসা মসিহের বিষয়ে ঘোষণা করব, যিনি সর্বোপরি, সমস্ত বিশ্বকে রক্ষা করতে পারেন?

- প্রেরিত ১৬:২৯-৩১ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" তাঁরা বললেন, "আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।

প্রশ্ন: মহাবিশ্বের মধ্যে কার জীবন সবচেয়ে মূল্যবান? উত্তর: ঈসা মসিহ একজন! যদি তার জীবন না থাকত, তাহলে প্রতিটি মানুষ চিরতরে জাহান্নামে বন্দী থাকত!

উপরের সত্যটি পড়ার পর আমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগতে হবে?

১। ঈসা মসীহ আমাকে বাঁচাতে পারেন? ২। তিনি যদি আমাকে বাঁচাতে পারেন, তিনি কি তা করবেন?

- ইবরানী ৭:২৪-২৭ কিন্তু ঈসা চিরকাল জীবিত আছেন বলে তাঁর ইমাম-পদ কখনও বদলাবে না। এইজন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নাজাত করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন। এই রকম একজন পবিত্র, দোষশুন্য ও খাঁটি মহা-ইমামেরই আমাদের দরকার ছিল। তিনি গুনাহ্‌গার মানুষের চেয়ে আলাদা এবং আল্লাহ্‌ তাঁকে আসমানের চেয়েও উপরে তুলেছেন। অন্যান্য মহা-ইমামেরা যেমন প্রথমে নিজের ও পরে অন্যদের গুনাহের জন্য পশু কোরবানী দিতেন, সেইভাবে এই ইমামের তা করবার দরকার ছিল না, কারণ তিনি চিরকালের মত একবারই নিজের জীবন কোরবানী দিয়ে সেই কাজ শেষ করেছেন।
- ইউহোন্না ৬:৩৭-৩৮ পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে বেহেশত থেকে নেমে এসেছি।
- ইউহোন্না ৬:৪৪ আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। আর আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।

ঈসাকে সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষণ করার আমাদের দুটি প্রিয় আকর্ষক দৃষ্টান্ত হল ক্যালভারিতে ঈসার পাশে মারা যাওয়া অপরাধী এবং সাহাবি পৌল।

- লূক ২৩:৪০-৪৩ তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।" তারপর সে বলল, "ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।" জবাবে ঈসা তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।"
- প্রেরিত ১৬:২৩-২৫ ভীষণভাবে বেত মারবার পরে তাঁদের জেলখানায় রাখা হল, আর ভাল করে পাহারা দেবার জন্য জেল-রক্ষককে হুকুম দেওয়া হল। জেল-রক্ষক সেই হুকুম পেয়ে পৌল ও সীলকে জেলের ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং হাড়িকাঠ দিয়ে তাঁদের পা আটকে রাখলেন। তখন প্রায় রাত দুপুর। পৌল ও সীল মুনাজাত করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রশংসা-কাওয়ালী করছিলেন। অন্য কয়েদীরা তা শুনছিল।

সারাংশ: ঈসা মসীহ হলেন সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি যিনি বেঁচে আছেন বা থাকবেন।

আমরা চিরকাল মূল্যবান জীবনও পরিচালনা করতে পারি। কেমন করে? পৌলের মতো, আমরা যে কাউকে ঘোষণা করতে পারি, যে কোনও পরিস্থিতিতে, ঈসার বিষয়ে সত্য, যিনি সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করেন।

- প্রেরিত ১৬:২৯-৩১ তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।”

আমরা যেন ঈসাকে পছন্দ করি এবং পৌলের মতো, ঈসা মসিহের করুণা ও করুণার সাক্ষ্য দিতে পারি। আমাদের বিকল্প হিসাবে ঈসার সর্ব-পর্যাপ্ত, নিখুঁত জীবন এবং মৃত্যু আমাদেরকে শেষ মাইলের একেবারে শেষ গজের শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত রাখার জন্য সমস্ত অনুগ্রহ প্রদান করে; শেষ দিনের শেষ ঘন্টার একেবারে শেষ মিনিটে কারণ তিনি সক্ষম!

- ইবরানী ৭:২৫ এইজন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহর কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নাজাত করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন।

আমরা স্বীকার করি যে নিপীড়ন আমাদের কাছেও আসবে যেমনটি পৌলের সাথে হয়েছিল যখন আমরা ঈসা মসিহের প্রতি আমাদের ভালবাসা ঘোষণা করি যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং মৃত্যুতে আমাদের স্থান গ্রহণ করেছিলেন। আমরা কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত যে আমরা সাহায্য করতে পারি না কিন্তু কাউকে আজ তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি?

একটি উপায় আমরা অন্যদের বলতে পারি যে অবিশ্বাস্য নিশ্চিত আশা ঈসা মসিহে আমাদের যা আছে তা হল আমাদের নাজাতের দিন এবং ঘটনাগুলি পৌলের মতোই লিখে রাখা আইন ৯ এ তার নিজের "নব-জন্ম" লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুগ্রহ করে আপনার গল্পটি আমাদের কাছে পাঠান যাতে আমরা আপনার সাথে আনন্দ করতে পারি এবং আল্লাহর মহান কাজকে মহিমান্বিত করতে পারি!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)